أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 94) www.motaher21.net

لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوٰلَكُم بَيْنَكُم بِالْبٰطِلِ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না,"

" Don't eat up wealth in injustice"

সুরা: আন-নিসা

আয়াত নং :-২৯

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেলো না। লেনদেন হতে হবে পারস্পরিক রেজামন্দির ভিত্তিতে। আর নিজেকে হত্যা করো না। নিশ্চিত জানো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।

২৯ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আরও বুঝা যায় যে, নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

[২] আয়াতে উল্লেখিত ‘বাতিল’ শব্দটির তরজমা করা হয়েছে ‘অন্যায়ভাবে’। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরী’আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতিল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাসভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। [বাহরে মুহীত]

[৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিক্রির জন্য সন্তুষ্টি অপরিহার্য। [ইবন মাজাহঃ ২১৮৫] এ সন্তুষ্টি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচাকেনার ক্ষেত্রে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যেমন, “বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে সওদা করার স্থান ছেড়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত (সওদা বাতিল করার) সুযোগের অধিকারী থাকবে। তবে- পৃথক হওয়ার পরও এ সুযোগ তাদের জন্য থাকবে-যারা খেয়ার বা সুযোগের অধিকার দেয়ার শর্তে সওদা করবে”। [বুখারী: ২১০৭]

[৪] এর দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোঁকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল ও হারাম। কাতাদা বলেন, ব্যবসা আল্লাহর রিযক ও আল্লাহর হালালকৃত বিষয়, তবে শর্ত হচ্ছে, এটাকে সত্যবাদিতা ও সততার সাথে পরিচালনা করতে হবে। [তাবারী]

[৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে বলে যে, আমি অন্য কোন ধর্মের উপর। তাহলে সে ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। বনী আদম যার মালিক নয় এমন মানত গ্রহণযোগ্য নয়। যে কেউ দুনিয়াতে নিজেকে কোন কিছু দিয়ে হত্যা করবে, এটা দিয়েই তাকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। যে কোন মুমিনকে লা’নত করল সে যেন তাকে হত্যা করল। অনুরূপভাবে যে কেউ কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দিল, সেও যেন তাকে হত্যা করল। [বুখারীঃ ৬০৪৭, মুসলিমঃ ১৭৬]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষ পানে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষ পানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে কেউ কোন ধারাল কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। [বুখারীঃ ৫৭৭৮, মুসলিমঃ ১৭৫]

“অন্যায়ভাবে” বলতে এখানে এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়েও শরীয়াতের দৃষ্টিতে নাজায়েয। “লেনদেন” মানে হচ্ছে, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ ও মুনাফার বিনিময় করা। যেমন ব্যবসায়, শিল্প ও কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখানে একজন অন্যজনের

প্রয়োজন সরবরাহ করার জন্য পরিশ্রম করে এবং তার বিনিময় দান করে। পারস্পরিক রেজামন্দি অর্থ হচ্ছে, কোন বৈধ চাপ বা ধোঁকা ও প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন হবে না। ঘুষ ও সুদের মধ্যে আপাত রেজামন্দি থাকে কিন্তু আসলে এই রেজামন্দির পেছনে থাকে অক্ষমতা। প্রতিপক্ষ নিজের অক্ষমতার কারণে বাধ্য ও অন্যন্যোপায় হয়ে চাপের মুখে ঘুষ ও সুদ দিতে রাজী হয়। জুয়ার মধ্যেও বাহ্যিক দৃষ্টিতে রেজামন্দিই মনে হয়। কিন্তু আসলে জুয়াতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি একমাত্র সে-ই বিজয়ী হবে এই ভ্রান্ত আশায় এতে অংশগ্রহণে রাজি হয়। পরাজয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ এতে অংশগ্রহণ করে না। প্রতারণা ও জালিয়াতির কারবারেও বাহ্যত রেজামন্দিই দেখা যায়। কিন্তু এখানেই রেজামন্দির পেছনে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে, এর মধ্যে প্রতারনা ও জালিয়াতী নেই। দ্বিতীয় পক্ষ যদি জানতে পারে যে, প্রথম পক্ষ তার সাথে প্রতারণা ও জালিয়াতী করছে তাহলে সে কখনো এতে রাজি হবে না।

এ বাক্যটি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট হতে পারে আবার একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে। একে যদি আগের বাক্যের পরিশিষ্ট মনে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, অন্যের অর্থ-সম্পদ অবৈধ ভাবে আত্মসাত করা আসলে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এর ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেয়। এর অনিষ্টকর পরিণতি থেকে হারামখোর ব্যক্তি নিজেও রক্ষা পেতে পারে না এবং আখেরাতে এর কারণে মানুষ কঠিন শাস্তির অধিকারী হয়। আর যদি একে একটি স্বতন্ত্র বাক্য মনে করা হয় তাহলে এর দু'টি অর্থ হয়। এক, পরস্পরকে হত্যা করো না। দুই, আত্মহত্যা করো না। মহান আল্লাহ এক্ষেত্রে এমন ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং বাক্য এমনভাবে গঠন করেছেন যার ফলে এই তিনটি অর্থই এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং তিনটি অর্থই সত্য।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের শুভাকাংখী। তিনি তোমাদের ভালো চান। তিনি তোমাদের এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন যার মধ্যে তোমাদের নিজেদের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এটা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হজ্জের দিন বলেন,

فَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا

(রাঃ) তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান আজকের দিনের মত হারাম। (সহীহ বুখারী হা: ৬৬৬৭) অর্থাৎ আজকের দিন যেমন রক্তপাত করা, যুদ্ধবিগ্রহ করা হারাম তেমনি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, অন্যের সম্পদ খাওয়া ও সম্মানহানি করা হারাম।

এ অন্যায়ে সকল অন্যায় শামিল। যেমন চুরি, ডাকাতি ছিনতাই, সুদ ইত্যাদি।

তবে একে অপরের সম্পদ খেতে পারবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে। শর্ত হল ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে হালাল বস্তুতে হালাল পন্থায় হতে হবে।

তাই সকল হারাম বস্তু- যেমন বিড়ি, সিগারেট, নেশাজাতিয় দ্রব্য ও পণ্য এবং গানের সিডি, অশ্লীল ছবি ছাড়াও আরো যত হারাম বস্তু ও হারাম বস্তুর মাধ্যম রয়েছে সেগুলোকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা, সেগুলো উৎপাদন করা, সরবরাহ করা এবং সেসব কাজে সহযোগিতা করা ও চাকুরী করা হারাম।

কেননা এগুলোতে নিজের কায়িক শ্রম হালাল থাকলেও মূল বস্তু হারাম। তাই ব্যবসায় হতে হবে হালাল বস্তুতে এবং হালাল পন্থায় এবং উভয়ের সন্তুষ্টিতে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা অন্যায়ভাবে নিজেদেরকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)

"এবং নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে প্রসারিত কর না" (সূরা বাকারাহ ২:১৯৫) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি নিজেকে যে জিনিস দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামাতের দিন তাকে সে জিনিস দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬০৪৮)

সুতরাং ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববিধ বিধান নিশ্চিত করেছে। মুসলিম জাতি যদি ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলে তাহলে অন্য কোন মানবাধিক সংস্থার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হবে না। ইসলামই তাদের জন্য যথেষ্ট।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অন্যায়ভাবে মুসলিম ভাইয়ের সম্পদ খাওয়া হারাম।

২. হালাল বস্তু ও পণ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ।

৩. কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বা নিজেকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম।

৪. জান, মাল, সম্পদ ও সম্মান সকল অধিকার ইসলাম যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে।

সুরা: আলে-ইমরান

আয়াত নং :-১৩০

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

হে ঈমানদারগণ! এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া বন্ধ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।

১৩০ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতগুলোতে মু'মিনদেরকে কয়েকটি আদেশ ও নিষেধ করছেন এবং তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

১. মু'মিনদেরকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া নিষেধ করেছেন। পূর্বে সূরা বাকারার ২৭৮-২৮০ নং আয়াতে সুদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে, এর অর্থ এমন নয় যে, চক্রবৃদ্ধি ছাড়া সুদ খাওয়া যাবে, বরং সকল প্রকার সুদ হারাম। আয়াতে চক্রবৃদ্ধি সুদ উল্লেখের কারণ হল তৎকালীন আরবের অধিকাংশ সুদী লেনদেন ছিল চক্রবৃদ্ধি হারে। তাই এভাবে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদ দাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষ্যদানকারীদের ওপর লা‘নত করেছেন। (সহীহ মুসলিম হা: ১৫৯) সুতরাং সকল প্রকার সুদ বর্জনীয়।

২. আল্লাহ তা‘আলা বলেন ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন, কেননা তাদের একচ্ছত্র আনুগত্য করলে আল্লাহ তা‘আলা রহম করবেন। অন্যথায় আল্লাহ তা‘আলার রহমতের পরিবর্তে আমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا أَعْمَالَكُمْ)

“ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। আর নিজেদের আমল নষ্ট কর না।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩)

৩. তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। যে জান্নাতের প্রশস্ততা আকাশ-জমিন সমপরিমাণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(سَابِقُوْٓا إِلٰي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ)

“তোমরা অগ্রগামী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের আশায় যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।” (সূরা হাদীদ ৫৭:২১)

৪. মু’মিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় ব্যয় করে। এরূপ ব্যয় করার ফযীলত অনেক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ সদাক্বাহ প্রতিদানের দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি দান করবে এমতাবস্থায় যে তুমি সুস্থ ও সম্পদের প্রতি তোমরা লালসা রয়েছে। সেই সাথে তুমি দরিদ্র হবার আশংকা কর এবং ধনী হবার আশা কর। (সহীহ বুখারী হা: ১৪১৯) এ সম্পর্কে সূরা বাকারাতে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. (وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ)

অর্থাৎ যারা ক্রোধ দমন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ঐ ব্যক্তি বীরপুরুষ নয় যে অন্যকে

মল্ল যুদ্ধে পরাস্ত করে বরং প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তি বীরপুরুষ যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে। (সহীহ বুখারী হা: ৬১১৪) অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল মাখলুকের সামনে ডেকে এনে এ ইখতিয়ার দেবেন সে যেন পছন্দমত হুর চয়ন করে নিতে পারে। (আবূ দাঊদ হা: ৪৭৭৭, তিরমিযী হা: ২০২১, সনদটি হাসান)

৬. (وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ)

যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তিন বিষয়ে আমি শপথ গ্রহণ করেছি: ১. সদাকা প্রদানে মাল হ্রাস পায় না। ২. মানুষকে ক্ষমা করার দ্বারা সম্মান বেড়ে যায়, ৩. আল্লাহ তা'আলা বিনয় প্রকাশকারীর মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭৫৮, তিরমিযী হা: ২১২৯)

৭. (وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً)

'এবং যখন কেউ অশ্লীল কার্য করে', আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সামনে হাযির হয়ে বলে, হে প্রভু! আমার দ্বারা পাপ কাজ সাধিত হয়েছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যদিও পাপ কাজ করেছে কিন্তু তার বিশ্বাস রয়েছে যে, তার প্রভু তাকে পাপের কারণে ধরতেও পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। আমি আমার ঐ বান্দার পাপ ক্ষমা করে দিলাম। সে আবার পাপ করে ও তাওবাহ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এবারও ক্ষমা করে দিলাম, সে তৃতীয়বার পাপ করে ও তাওবাহ করে। আল্লাহ তা'আলা তৃতীয়বারও ক্ষমা করে দেন। সে চতুর্থবার পাপ করে ও তাওবাহ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতঃ বলেন, আমার বান্দার এখন যা ইচ্ছা আমল করুক। (সহীহ মুসলিম হা: ২৭৫৮, সহীহ বুখারী হা: ৭৫০৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, শয়তান বলে, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের শপথ যতদিন তোমার বান্দাদের দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতেই থাকব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার ইজ্জত ও মহত্বের শপথ, যতক্ষণ বান্দা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে ততক্ষণ আমি তাকে ক্ষমা করবো। (আহমাদ হা: ১১২৪৪, হাসান)

৮. (وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ)

‘তার ওপর জেনে-শুনে অটল থাকে না।’ মু’মিনদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল তারা অপরাধ কাজ জানার পর সে অপরাধে অটল থাকে না। আল্লাহ তা‘আলা অপরাধ ক্ষমা করবেন, শর্ত হল জেনেশুনে বারবার করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা মানুষের ওপর দয়া কর, তোমাদেরকে দয়া করা হবে। মানুষকে ক্ষমা করে দাও, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যারা কথা বানিয়ে বলে তাদের জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্ভোগ তাদের যারা জেনেশুনে পাপ কাজকে আঁকড়ে ধরে থাকে। (আদাবুল মুফরাদ হা: ৩৮০, সহীহ)

সুতরাং ধ্বংসাত্মক সুদী লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে, আর আল্লাহ তা‘আলার ক্ষমার দিকে ধাবিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারবে না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমর ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসুল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল ‘আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি’। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল। সা’দ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তার বোনকে বললেন, তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমর জবাবে বললঃ বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি মারা গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহ্‌র জন্য এক ওয়াক্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬]

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ তা’আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানের সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যোক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

আলোচ্য আয়াতে কয়েকগুণ বেশী অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। “আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে” সুদ খাওয়া নিষেধ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের

দ্বিগুণ হতে থাকবে- যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুন সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দান হতে পলায়ণ করা, পবিত্র মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া’। [বুখারীঃ ২৭৬৬]

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

২. যারা দ্রুত ক্রোধ দমন করতে পারে তাদের অনেক ফযীলত রয়েছে।

৩. অপরাধ ঘটে গেলে দ্রুত তাওবাহ করা ওয়াজিব।

৪. মানুষকে ক্ষমা করা অনেক মহৎ কর্ম।

৫. ক্ষমা প্রার্থনা করা ও বারবার পাপ কাজ না করার অনেক ফযীলত রয়েছে।

সূরা বাকারা

আয়াত ১৭৮

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَٰوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে মু’মিনগণ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌ কে ভয় করো এবং বাকী সুদ ছেড়ে দাও। যদি তোমরা ঈমানদার হও।

২৭৮ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ্‌ভীরুতা অর্জন এবং সুদ পরিহার করা

মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁকে ভয় করে ও ঐ কার্যাবলী হতে দূরে থাকে যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট থাকেন। তাই তিনি বলেনঃ

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

‘হে মু’মিননগণ! তোমরা সাবধান থেকো, প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলো এবং মুসলিমদের ওপর তোমাদের যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, সাবধান! যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে তা নিবে না!’ কেননা এখন তা হারাম হয়ে গেছে।

যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) , ইবনু যুরাইয (রহঃ) , মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সাকিফ গোত্রের উপগোত্র ‘আমর ইবনু ‘উমায়ির এবং মাখজুম গোত্রের বানী মুগীরার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াত যামানা থেকে সুদের লেনদেন চলে আসছিলো। উভয় গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম কবূল করে তখন মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সাকিফ গোত্রের লোকদের সুদের টাকা পাওনা ছিলো। মুগীরাহ গোত্রের লোকদের কাছে সুদের টাকা চাইতে গেলে তারা সাকিফ গোত্রের লোকদেরকে বলেঃ ইসলাম কবূল করার পর আমরা আর সুদ প্রদান করতে পারি না। অবশেষে তাদের মাঝে ঝগড়া বেধে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর মাক্কার প্রতিনিধি আত্তাব ইবনু উসাইদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে একটি চিঠি লেখেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাদের জন্য সুদ গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করেন। ফলে বানূ আমর তাওবাহ করে তাদের সুদ সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়। এই আয়াতে ঐ লোকদের ভীষণভাবে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যারা সুদের অবৈধতা জানা সত্ত্বেও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সুদের অপর নাম মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর সাথে যুদ্ধ করা

﴿ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ﴾এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হবেঃ

خُذْسِلَاحَكَلِلْحَرْبِ.

‘তোমরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।’ (তাফসীর তাবারী –৬/২৬) তিনি বলেনঃ ‘যে সময়ে যিনি ইমাম থাকবেন তার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যারা সুদ পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে তাওবাহ করাবেন। যদি তারা তাওবাহ না করে তাহলে তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন।’ (তাফসীর তাবারী –৬/২৫) হাসান বাসরী (রহঃ) ও ইবনু সীরীন (রহঃ) এরও এটাই উক্তি। কাতাদাহ (রহঃ) বলেনঃ দেখো মহান আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার ভয় প্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত হওয়ার যোগ্য বলে সাবধান করেছেন। অতএব সুদ থেকে ও সুদের ব্যবসা থেকে দূরে থাকবে। হালাল জিনিস ও হালাল ব্যবসা অনেক রয়েছে। না খেয়ে থাকবে তথাপি মহান আল্লাহ্র অবাধ্য হবে না। পূর্বের

বর্ণনাটিও স্মরণ থাকতে পারে যে, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) সুদযুক্ত লেনদেনের ব্যাপারে যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) -এর সম্বন্ধে বলেছিলেনঃ তার জিহাদ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, জিহাদ হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নাম,অথচ সুদখোর নিজেই মহান আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল। (তাফসীর তাবারী -৬/২৬/৬২৯৬)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ﴾‘যদি তাওবাহ করো তাহলে তোমার আসল মাল যার নিকট রয়েছে তা তুমি অবশ্যই আদায় করবে। আরো বলা হয়েছে وَلَاتُظْلَمُوْنَ বেশি নিয়ে তুমিও তার ওপর অত্যাচার করবে না এবং সেও তোমাকে কম দিয়ে অথবা মূলধন না দিয়ে তোমার ওপর অত্যাচার করবে না।’ বিদায় হাজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَأَوَّلُ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

‘অজ্ঞতার যুগের সমস্ত সুদ আমি ধ্বংস করে দিলাম। মূল সম্পদ গ্রহণ করো। বেশি নিয়ে তোমরাও কারো ওপর অত্যাচার করবে না এবং কেউই তোমাদের মাল আত্মসাৎ করে তোমাদের ওপর অত্যাচার করবে না। আমি প্রথমেই যার সুদ বাতিল ঘোষণা করছি তা হচ্ছে ‘আব্বাস ইবনু ‘আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) -এর পাওনা সমস্ত সুদ।’ (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-৩/১১৪৭, সহীহ মুসলিম-২/১৪৭/৮৮৬, সুনান আবু দাঊদ-২/১৮২/১৯০৫, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১০২২/৩০৭৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৭৩)

আর্থিক অনটনে জর্জরিত দেনাদারের প্রতি স্বচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া উচিত

অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেনঃ ﴿وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾যদি কোন অস্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার প্রাপ্য থাকে এবং সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কিছুদিন অবকাশ দাও যে, সে আরো কিছুদিন পর তোমাকে তোমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে। সাবধান! দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে সুদ বৃদ্ধি করবে না। বরং ঐ সব দরিদ্রের ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই মহা উত্তম কাজ। ইমাম তাবারানী (রহঃ) -এর হাদীসে রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

‘যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র ‘আরশের ছায়া লাভ কামনা করে সে যেন এই প্রকারের দরিদ্রদেরকে অবকাশ দেয় বা ঋণ সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়।’ (আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৪, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৮০৮/২৪১৯, সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/২৩০১, ২৩০৪) মুসনাদ আহমাদে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ. قُلْتُ: سَمِعْتُكَ -يَا رَسُوْلَ اللهِ- تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: "لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র লোকের ওপর স্বীয় প্রাপ্য আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা প্রকাশ করে এবং তাকে অবকাশ দেয়; অতঃপর যতোদিন পর্যন্ত সে তার কাছে প্রাপ্য পরিশোধ করতে না পারবে ততোদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দান করার সাওয়াব পেতে থাকবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘সে প্রতিদিন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব পেতে থাকবে।’ এ কথা শুনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলেনঃ ‘হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! পূর্বে আপনি ঐ পরিমাণ দানের সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বলেছিলেন। আর এখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ সাওয়াব প্রাপ্তির কথা বললেন?’ তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন’ হ্যাঁ, যে পর্যন্ত মেয়াদ অতিক্রান্ত না হবে সে পর্যন্ত এর সমপরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে এবং যখন মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন এর দ্বিগুণ পরিমাণ দানের সাওয়াব লাভ করবে।’ (হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ -৫/৩৬০) ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনু কা‘ব আল-কারাযী (রহঃ) বলেছেন যে, এক লোকের কাছে আবূ কাতাদাহ্‌ (রাঃ) -এর কিছু টাকা পাওনা ছিলো। তিনি ঐ ঋণ আদায়ের তাগাদায় তার বাড়ী যেতেন; কিন্তু সে লুকিয়ে থাকতো এবং তার সাথে দেখা করতো না। একবার তিনি তার বাড়ী এলে একটি ছেলে বেরিয়ে আসে। তিনি তাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সে বলেঃ ‘হ্যাঁ, তিনি বাড়ীতেই আছেন এবং খাবার খাচ্ছেন।’ তখন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তাকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেনঃ ‘আমি জেনেছি যে, তুমি বাড়ীতেই আছো; সুতরাং বাইরে এসো এবং উত্তর দাও। ঐ বেচারা বাইরে এলে তিনি তাকে বললেনঃ ‘লুকিয়ে থাকছো কেন?’ লোকটি বললোঃ ‘জনাব! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমি একজন দরিদ্র লোক। এখন আমার নিকট আপনার ঋণ পরিশোধ করার মতো অর্থ নেই। তাই, লজ্জায় আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি না।’ তিনি বলেনঃ ‘শপথ করো।’ সে শপথ করলো। এ অবস্থা দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মুখে শুনেছিঃ

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ -أَوْ مَحَا عَنْهُ -كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণ ক্ষমা করে দেয় সে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র ‘আরশের ছায়ার নীচে থাকবে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম-৩/৩২/১১৯৪, মুসনাদ আহমাদ -৫/৩০৮)

আবূ ইয়া‘লা (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযাইফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন একটি লোককে মহান আল্লাহ্‌র সামনে আনা হবে। তাকে মহান আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করবেনঃ ‘বলো, তুমি আমার জন্য কি সাওয়াব কামাই করেছো?’ সে বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্‌! আমি এমন একটি অণু পরিমাণ সাওয়াবেরও কাজ করতে পারিনি যার প্রতিদান আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করতে পারি।’ মহান আল্লাহ্‌ পুনরায় এটাই জিজ্ঞেস করবেন এবং সে একই উত্তর দিবে। মহান আল্লাহ্‌ আবার

জিজ্ঞেস করবেন। এবার লোকটি বলবেঃ হে মহান আল্লাহ্! একটি সামান্য কথা মনে পড়েছে। আপনি দয়া করে কিছু মালও আমাকে দিয়েছিলেন। আমি ব্যবসায়ী লোক ছিলাম। লোকেরা আমার নিকট হতে ধার কর্য নিতো। আমি যখন দেখতান যে, এই লোকটি দরিদ্র এবং পরিশোধের নির্ধারিত সময়ে সে কর্য পরিশোধ করতে পারছে না তখন আমি তাকে আরো কিছুদিন অবকাশ দিতাম। ধনীদের ওপরও পীড়াপীড়ি করতাম না। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ক্ষমাও করে দিতাম।' তখন মহান আল্লাহ্ বলবেনঃ তাহলে আমি তোমার পথ সহজ করবো না কেন? আমি তো সর্বাপেক্ষা বেশি সহজকারী। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। তুমি জান্নাতে চলে যাও।' (সহীহুল বুখারী-৪/৩৬০/২০৭৭, ফাতহুল বারী ৬/৫৭০, সহীহ মুসলিম-৩/২৭-২৯/১১৯৫, সুনান ইবনু মাজাহ২/৮০৮/২৪২০)

মুসতাদরাক হাকিম গ্রন্থে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র পথে যুদ্ধকারী যোদ্ধাকে সাহায্য করে বা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে সাহায্য দেয় অথবা মুকাতাব গোলাম (যে গোলাম কে তার মনিব বলে দিয়েছেন, তুমি আমাকে এতো টাকা দিলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে) কে সাহায্য দান করে, তাকে মহান আল্লাহ্ ঐ দিন ছায়া দান করবেন যেই দিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না। মুসনাদ আহমাদ 'গ্রন্থে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার প্রাথনা কবূল করা হোক এবং তার কষ্ট ও বিপদ দূর করা হোক সে যেন অস্বচ্ছল লোকদের ওপর স্বচ্ছলতা আনয়ন করে। 'আব্বাস ইবনু ওয়ালিদ (রহঃ) বলেনঃ আমি ও আমার পিতা বিদ্যানুসন্ধানে বের হই এবং আমরা বলি যে, আনসারদের নিকট হাদীস শিক্ষা করবো। সর্বপ্রথম আবুল ইয়াসার (রাঃ) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। তার সাথে তার একটি গোলাম ছিলো, যার হাতে একখানা খাতা ছিলো। গোলাম ও মনিব একই পোশাক পরিহিত ছিলেন। আমার পিতা তাঁকে বলেনঃ হ্যাঁ,অমুক ব্যক্তির ওপর আমার কিছু ঋণ ছিলো। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। ঋণ আদায়ের জন্য আমি তার বাড়িতে গমন করি। সালাম দিয়ে সে বাড়িতে আছে কি না জিজ্ঞেস করি। বাড়িতে নেই এই উত্তর আসে। ঘটনাক্রমে তার ছোট ছেলে বাইরে আসে। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তোমার আব্বা কোথায় রয়েছে? সে বলে, আপনার শব্দ শুনে খাটের নিচে লুকিয়ে গেছেন। আমি আবার ডাক দেই এবং বলি, তুমি যে ভিতরে রয়েছো তা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং লুকিয়ে থেকো না বরং এসে উত্তর দাও। সে আসে আমি বলি, লুকিয়ে ছিলে কেন? সে বলে, আমার নিকট এখন অর্থ নেই। সুতরাং সাক্ষাৎ করলে আমাকে মিথ্যা ওযর পেশ করতে হবে, না হয় মিথ্যা অঙ্গীকার করতে হবে। তাই আমি আপনার সামনে আসতে লজ্জাবোধ করছিলাম। আপনি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সাহাবী। সুতরাং আপনাকে মিথ্যা কথা কি করে বলি? আমি বলি, তুমি মহান আল্লাহ্র শপথ করে বলতো যে, তোমার নিকট অর্থ নেই। তিনবার আমি তাকে শপথ করিয়ে নেই, সে তিনবার শপথ করে। আমি খাতা থেকে তার নাম কাটিয়ে নেই এবং ঋণের অর্থ পরিশোধ লিখে নেই। অতঃপর তাকে বলি, যাও তোমার নাম হতে এই অংক কেটে দিলাম। এরপর যদি অর্থ পেয়ে যাও তবে আমার এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে। নচেৎ তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রেখো, আমার এই চক্ষু যুগল দেখেছে, আমার এই কর্ণদ্বয় শুনেছে এবং আমার অন্তকরণ বেশ মনে রেখেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে অবকাশ দেয় কিংবা ক্ষমা করে দেয়, মহান আল্লাহ্ তাকে নিজের ছায়ায় স্থান দিবেন।’ (সহীহ মুসলিম-৪/৭৪/পৃষ্ঠা-২৩০১-২৩০৪)

মুসনাদ আহমাদের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে আগমন করেন। মাটির দিকে মুখ করে তিনি বলেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللَّهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبْوَةٍ -ثَلَاثًا -أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ إِيمَانًا.

‘যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ব্যক্তির পথ সহজ করবে বা তাকে ক্ষমা করে দিবে, মহান আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের প্রখরতা হতে রক্ষা করবেন। জেনে রেখো যে, জান্নাতের কাজ দুঃখজনক ও প্রবৃত্তির প্রতিকূল এবং জাহান্নামের কাজ সহজ ও প্রবৃত্তির অনুকূল। ঐ লোকরাই পুণ্যবান যারা ফিতনা ও গণ্ডগোল হতে দূরে থাকে। মানুষ ক্রোধের যে চুমুক পান করে নেয় ঐ চুমুক মহান আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। যারা এরূপ করে তাদের অন্তর মহান আল্লাহ্ ঈমান দ্বারা পূর্ণ করে দেন। (হাদীসটি য‘ঈফ। মুসনাদ আহমাদ -১/৩২৭, আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৩, ১৩৪)

তাবারানীর হাদীসের মধ্যে রয়েছে যেঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ.

‘যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ব্যক্তির ওপর দয়া প্রদর্শন করতঃ স্বীয় ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে না, মহান আল্লাহ্ তাকে তার পাপের জন্য ধরেন না, শেষ পর্যন্ত সে তাওবাহ করে।’ (হাদীসটি য‘ঈফ। আল মাজমা‘উযযাওয়ায়িদ-৪/১৩৫, তাবারানী- ১/৯১)

﴿ وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۫ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ﴾

অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার লয় ও ক্ষয়, মালের ধ্বংসশীলতা, পরকালের আগমন, মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন, মহান আল্লাহ্কে নিজেদের কাজের হিসাব প্রদান এবং সমস্ত কাজের প্রতিদান প্রাপ্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ও তার শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, কুর’আনুল হাকীমে এটাই সর্বশেষ আয়াত। (সহীহুল বুখারী-৮/৫২/৪৫৪৪, সুনান নাসাঈ -৬/৩০৭/১১০৫৭, তাফসীর তাবারী -৬/৪০)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) -এর একটি বর্ণনায় এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর একত্রিশ দিন জীবিত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু জুরাইয (রহঃ) বলেনঃ

পূর্ববর্তী মনীষীদের উক্তি এই যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নয়দিন জীবিত ছিলেন। শনিবার হতে আরম্ভ হয় এবং তিনি সোমবারে ইন্তিকাল করেন। মোট কথা, কুর’আন মাজীদে সর্বশেষ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অত্র আয়াতে বিশেষ করে মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা বকেয়া সুদ বর্জন করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি বিরত না থাকে তাহলে তা আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এটা এমন কঠোর ধমক যে, এ রকম ধমক অন্য কোন পাপের ব্যাপারে দেয়া হয়নি। এ জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: ইসলামী দেশে যে ব্যক্তি সুদ বর্জন করবে না দেশের শাসকের দায়িত্ব হবে তাকে তাওবাহ করানো এবং সুদ খাওয়া থেকে বিরত না হলে তার শিরে-দ করা। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৭২০) সুদের ব্যাপারে এটাই সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত। আর যদি তাওবাহ করে নেয় তাহলে ঋণদাতাগণ মূলধন পাবে, ফলে ঋণদাতাগণ মূলধন থেকে বঞ্চিত হবে না আর সুদগ্রহীতাগণ মাজলুম হবে না।

যদি ঋণগ্রহীতা (যিনি ঋণের বিনিময়ে সুদ দেবে) অভাবী হয় তাহলে তাকে সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ করার অবকাশ দেয়া উচিত, আর মাফ করে দিলে তা অনেক উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার দিকে ফিরে যাওয়াকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন যেদিন প্রত্যেককে তার কৃত আমলের ফলাফল দেয়া হবে।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. সুদ খেয়ে থাকলে তা থেকে তাওবাহ করা আবশ্যক।

২. যে ব্যক্তি তাওবাহ করবে সে মূলধন পাবে।

৩. আখিরাতকে ভয় করে শরীয়ত গর্হিত সকল কর্ম বর্জন করা উচিত, কারণ আখিরাতের অবস্থা বড় কঠিন।